بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) এর ২০ অক্টোবর ২০১৭ মোতাবেক ২০ ইখা ১৩৯৬ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

গত জুমুআর খুতবায় আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি পড়ে শুনিয়েছিলাম, যাতে মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে, তাদের অবস্থা যদি এমনটি না হয়ে গিয়ে থাকত, অর্থাৎ তারা যদি ইসলামের সত্যিকার চেতনা ও শিক্ষা থেকে পুরোপুরি দূরে চলে না যেত তাহলে আমার আসার কী প্রয়োজন ছিল? এদের ঈমানী অবস্থা খুবই দুর্বল হয়ে গেছে আর এরা ইসলামের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। এরপর তিনি এ কথাও বলেছেন (যার উল্লেখ পূর্বে করা হয় নি) যে,

"এরা বুঝে না যে, আমাদের (অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানদের) মাঝে এমন কোন বিষয় আছে যা ইসলাম বিরোধী? আমরা (অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানরা) **লা ইলাহাইল্লাল্লাহ্** বলি" অর্থাৎ মুসলমানরা সাধারণত মনে করে, আমরা **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্** বলি, "আর নামাযও পড়ি, রোযার মাসে রোযাও রাখি এবং যাকাতও দেই।" তিনি (আ.) বলেন, **"কিন্তু আমি বলছি যে, তাদের সকল কর্ম সৎকর্মের আদলে নয় নতুবা এগুলো সৎকর্ম হলে এর পবিত্র ফলাফল কেন প্রকাশ পায় না? কোন কর্ম কেবল তখনই সৎকর্ম গণ্য হতে পারে যদি তা সকল প্রকার বিশৃঙ্খলা ও মিশ্রণ থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু তাদের মাঝে এ বিষয়গুলো কোথায়?** (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৩, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

আজকে আমরা দেখি, সর্বাধিক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে মুসলমান দেশগুলোতে এবং মুসলমান দলগুলোর মাঝে। তারা পরস্পরের শিরোচ্ছেদে সক্রিয়। প্রত্যেকেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়ে ঠিকই কিন্তু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠকারী অন্যদেরকে হত্যা করে, তাদের অধিকার হরণ করে এবং কোন না কোনভাবে তাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। এটিই কি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, যার ওপর এরা আমল করছে? আর এটিই কি মহানবী (সা.)-এর সেই উত্তম আদর্শ, যার অনুসরণ এরা করছে? আজকে আমরা দেখি, সর্বত্র বস্তুবাদিতার রাজত্ব আর ধর্মের নাম নিলেও তারা তা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি এবং নিজেদের অলীক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য বা তা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই নিয়ে থাকে।

মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিবৃতি স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে যে, **"কানা খুলুকুহুল কুরআন"** (মুসনদ আহমদ বিন হাম্বল) অর্থাৎ তাঁর জীবনাদর্শ এবং তাঁর আচরণবিধি সম্পর্কে যদি জানতে হয় তাহলে পবিত্র কুরআন পাঠ কর যা তাঁর পবিত্র জীবনাচারের বিশদ ব্যাখ্যা। আর এই আদর্শ তিনি (আ.) কেবল নারাবাজির জন্য নয় বরং তাঁর মান্যকারী মু'মিনরা যেন এর অনুসরণ করে এজন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লাও বলেছেন, আমার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক কেবল **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্**-র বুলি আওড়ালে প্রতিষ্ঠিত হবে না বরং আমার ভালোবাসা যদি পেতে হয় তাহলে আমার প্রেমাস্পদ রসূলের অনুসরণ কর, তাঁর আদর্শ অনুকরণ কর, তাহলে আমার প্রিয়ভাজন হবে। তোমরা সেই মর্যাদা লাভ করবে যা খোদার নৈকট্যে ধন্য করে। নতুবা তোমাদের

নারাবাজি হবে অন্তঃসারশূন্য। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (সূরা আলে ইমরান: ৩২) অর্থাৎ তুমি বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালোবেসে থাক তাহলে আমার অনুসরণ কর তবেই আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী।

প্রশ্ন হলো! খোদা যাকে ভালোবাসেন তার অবস্থা কি এমন হতে পারে যা বর্তমান সময়ের মুসলমানদের অবস্থা? সাধারণ মুসলমানরা আলেম সমাজকে খোদার প্রিয়ভাজন মনে করে, তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত জ্ঞান করে, অথচ তারাই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। খোদ পাকিস্তানেই কতিপয় বিশ্লেষক ও কলাম লেখক পত্রপত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেছে এবং অন্যান্য প্রচারমাধ্যমও বলা শুরু করেছে যে, মুসলমানদেরকে এই করুণ পরিণতির মুখে ঠেলে দিয়েছে আজকের নামসর্বস্ব এই আলেমরা। অতএব মুসলমান আলেমদের সার্বিক অবস্থা এখন এই দাবি করে যে, কুরআন ও সুন্নতের প্রকৃত অর্থ তুলে ধরার মত কেউ থাকা উচিত আর স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আলেমরা নিজেরাও তাঁর কথা শুনতে চায় না আর জনসাধারণকেও শুনতে দেয় না। বরং খোদার পক্ষ থেকে আগমনকারীর বিরুদ্ধে কুফরি ফতোয়া দিয়ে সামগ্রিকভাবে এক ভয়-ভীতি, ত্রাস, নৈরাজ্য ও ফ্যাসাদের পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে প্রতিনিয়তই এই অপবাদ আরোপ করা হয় যে, তিনি জাগতিক বাসনা চরিতার্থ করা ও আমিত্বের পিপাসা নিবারণের লক্ষ্যে জামা'ত গঠন করেছেন, নাঊযুবিল্লাহ্।

যাহোক আমরা জানি যে, তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ সত্যিকার প্রেমিক ছিলেন। তাঁর শরীয়তের সংস্কার এবং প্রচারের পূর্ণতার লক্ষ্যেই আল্লাহ্ তা'লা তাকে পাঠিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে বিধৃত জ্ঞানগর্ভ বিষয়াদি এবং নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যুৎপত্তি তাঁর মাধ্যমেই আমরা লাভ করেছি। সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে তিনি আমাদের পথের দিশা দিয়েছেন। অতএব, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ–এই আয়াতটি তিনি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও বিবিধ অর্থে উপস্থাপন করেছেন। এ বিষয়গুলোই খোদার নৈকট্যে ধন্য করে, তাঁর প্রিয়ভাজন করে এবং ফিতনা বা নৈরাজ্যের অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি দানের মাধ্যম হতে পারে। স্বীয় অস্তিত্বের নিশ্চয়তা এবং নিজেদের দেশে শান্তি বজায় রাখার জন্য আর ইসলামের মহিমা ও মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য মুসলমানদের কাছে এছাড়া অন্য আর কোন উপায় নেই। শুভ ফলাফল সামনে আসবে যদি প্রকৃত অর্থে মহানবী (সা.)-কে অনুসরণ করা হয়। নতুবা **'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র** নারা উত্তোলন হবে অন্তঃসারশূন্য আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নারা উচ্চকিত করাও বৃথা।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যা কিছু লিখেছেন তা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি আমি চয়ন করেছি।

একস্থানে তিনি (আ.) বলেন, **"মুসলমানদের মাঝে অভ্যন্তরীণ বিভেদের কারণও হলো জগৎ প্রেম। কেননা খোদার সন্তুষ্টি যদি অগ্রগণ্য হতো তাহলে এটি সহজেই বুঝা যেত যে, অমুক ফিরকার নীতি বেশি স্বচ্ছ ও স্পষ্ট এবং তারা তা গ্রহণ করে ঐক্যবদ্ধ হতো। এখন জগৎ প্রেমের কারণেই যখন এই বিপত্তি দেখা দিচ্ছে তখন এমন লোকদের কীভাবে মুসলমান বলা যেতে পারে, যারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পদাঙ্কই অনুসরণ করছে না? আল্লাহ্ তা'লা তো বলেছিলেন,** قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ **অর্থাৎ তুমি বল! তোমরা যদি খোদাকে ভালোবাসার দাবি কর তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে বন্ধুর মর্যাদা দিবেন। খোদাপ্রেম এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণের পরিবর্তে জগৎ-প্রেমকেই এখন অগ্রগণ্য করে রাখা হয়েছে। এটিই কি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-র অনুসরণ ও অনুকরণ? মহানবী (সা.) কি বস্তুবাদী ছিলেন? তিনি কি নাঊযুবিল্লাহ্ সুদ খেতেন? আবশ্যিক দায়িত্বাবলী এবং খোদার নির্দেশাবলী পালনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করতেন? তাঁর মাঝে কি নাঊযুবিল্লাহ্ কপটতা ও তোষামোদের স্বভাব ছিল? তিনি কি জগতকে ধর্মের ওপর প্রাধান্য দিতেন? গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ! অনুসরণের অর্থ হলো, মহানবী (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ কর আর এরপর দেখ! খোদা কীভাবে কৃপাধন্য করেন।"** (মলফুযাত, ৮ম খন্ড, পৃঃ ৩৪৮-৩৪৯, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)

কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের ব্যবহারিক অবস্থার বিপরীতে খোদার যে ব্যবহারিক আচরণ রয়েছে তা এ কথার সাক্ষী যে, তাদের অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হচ্ছে। প্রতিটি দেশ যুদ্ধে লিপ্ত। বিজাতীয়দের কাছে গিয়ে আমাদের এক মুসলমান দেশ অন্য মুসলমান দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ভিক্ষার হাত পাতে।

সম্প্রতি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ইরানের ওপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দিয়েছে আর তা বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম চলছে। অথচ সমগ্র ইউরোপ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং অন্যান্য দেশ এর বিরোধী। আর এখানে যুক্তরাজ্যে একজন ইংরেজ কলাম লেখক লিখেছেন যে, সারা পৃথিবী আমেরিকার প্রেসিডেন্টের এই পদক্ষেপের বিরোধী কিন্তু শুধুমাত্র তিনটি দেশ এমন রয়েছে যারা বলে, আমেরিকা খুব ভালো কাজ করেছে। সেই দেশগুলোর একটি হলো আমেরিকা নিজে, দ্বিতীয়টি ইসরাইল আর তৃতীয়টি হলো সৌদি আরব। সৌদি আরব একটি অমুসলমান দেশকে মুসলমান দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিচ্ছে বরং যুদ্ধে তাদের সঙ্গ দিচ্ছে। অতএব এই হলো মুসলমানদের অবস্থা। আর এরই চিত্র অংকন করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, তোমরা তো বহুধা বিভক্ত; কাজেই কীভাবে তোমরা খোদার কৃপাভাজন হতে পার?

এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে যে, মানুষ কীভাবে সত্যিকার পুণ্য বা নেকী করতে পারে আর কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে এবং খোদার কৃপারাজিতে ভূষিত হতে পারে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজে কীভাবে এসব নিয়ামতে ধন্য হয়েছেন? যার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করা হয় যে, নাঊযুবিল্লাহ্ তিনি নাকি মহানবী (সা.)-এর শিক্ষাবিমুখ ছিলেন, তিনি নাকি ইসলামী শিক্ষা থেকেই বিচ্যুত ছিলেন, তিনি (আ.) বলেন,

"আমি সত্য সত্যই বলছি (আর স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি) যে, কোন ব্যক্তি প্রকৃত পুণ্যবান এবং খোদার সন্তুষ্টিভাজন বলে বিবেচিত হতে পারে না আর সেসব নিয়ামত, কল্যাণরাজি, তত্ত্বজ্ঞান, সত্য তত্ত্ব ও দিব্যদর্শনের অভিজ্ঞতায় ধন্য হতে পারে না যা উচ্চমার্গের আত্মশুদ্ধির ফলে লাভ হয়" [অর্থাৎ উচ্চমার্গের আত্মশুদ্ধি লাভ হলে মানুষ এ পর্যায়ে পৌঁছে আর তখনই সে খোদার পক্ষ থেকে এসব পুরস্কার ও কল্যাণরাজি লাভ করে, দিব্যদর্শনের অভিজ্ঞতা লাভ করে আর খোদার সাথে তার বাক্যালাপ হয়। তিনি (আ.) বলেন,] **"যতক্ষণ মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে সে আত্মবিলীন না হবে, এ মর্যাদা লাভ হয় না। আর এর প্রমাণ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার বাণীতে পাওয়া যায়,** قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ **।"** তিনি (আ.) বলেন, **"আর খোদার এই দাবির ব্যবহারিক এবং জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ হলোম আমি।"** (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৪, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত) এ যুগে

খোদা তা'লা আমার সাথে বাক্যালাপ করেন আর এর কারণ হলো, আমি হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সত্তায় বিলীন হয়ে গিয়েছি, তাঁর অনুসরণ করেছি আর এর ফলে খোদা তা'লা আমাকে স্বীয় ভালোবাসায় সিক্ত করেছেন।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তিকারীদের আপত্তি হলো, তিনি মহানবী (সা.)-এর মর্যাদাহানি করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, আমি যে পদমর্যাদা লাভ করেছি তা আমি পেয়েছি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি প্রেম, ভালোবাসা এবং তাঁর পূর্ণ অনুসরণের কল্যাণে। পৃথিবীর মানুষ যাকে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মর্যাদার অবমাননাকারী মনে করে, তিনিই (তাঁর) সত্যিকার প্রেমিক, যিনি সত্যিকার অর্থে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণ ও অনুগমন করেছেন আর খোদাও তাঁকে এমন দানে ধন্য করেছেন যে, তাঁর প্রেমিককে ভালোবাসার কারণে খোদা তাকে স্বীয় প্রেমাস্পদের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

এই পূর্ণ অনুসরণ ও আনুগত্যের কল্যাণে খোদা তা'লা তার প্রতি যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন সে সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন,

"আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে মহানবী (সা.)-এর হারিয়ে যাওয়া মাহাত্ম্য পুনর্বহাল করা এবং কুরআনের সত্যতা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জন্য। আর এই সকল কাজই চলছে, কিন্তু যাদের চোখে পর্দা রয়েছে তারা এটি দেখতে পায় না।" (মলফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৪, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)

পুনরায় এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, **"তুমি তাদেরকে বলে দাও! তোমরা যদি খোদার প্রেমাস্পদের মর্যাদা পেতে চাও এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা লাভ করতে চাও তাহলে এর একটিমাত্র পথই রয়েছে, আর তা হলো আমার অনুসরণ কর।"** (এটি এ আয়াতের অনুবাদ) তিনি (আ.) বলেন, **"আমার অনুসরণ এমন একটি বিষয় যা ঐশী রহমতের ক্ষেত্রে নিরাশ হতে দেয় না, আর পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের কারণ হয় এবং খোদার প্রেমাস্পদের মর্যাদা দান করে।"** [মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করা হলে তা পাপ থেকে ক্ষমা লাভের কারণ হয় আর শুধু এতটাই নয় বরং এটি খোদার প্রেমাস্পদের মর্যাদা দান করে।] তিনি (আ.) বলেন, **"আর তোমাদের এই দাবি যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসি, এটি তখনই সত্য এবং যথার্থ প্রমাণিত হবে যখন তোমরা আমার অনুসরণ করবে।"** [অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করলে।] তিনি (আ.) বলেন, **"এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, মানুষ নিজের মনগড়া কোন সংগ্রাম, সাধনা এবং জপ-তপ করে খোদার প্রিয়ভাজন ও নৈকট্যের ভাগীদার হতে পারে না। মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে বিলীন না হওয়া পর্যন্ত কারো ওপর ঐশী জ্যোতি ও কল্যাণরাজি বর্ষিত হতে পারে না। যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসায় বিলীন হয় এবং তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণের ক্ষেত্রে সকল প্রকার মৃত্যুকে স্বাগত জানাবে তাকে ঈমানের সেই জ্যোতি, ভালোবাসা এবং প্রেম দান করা হয়, যা গায়রুল্লাহ্‌র (অর্থাৎ খোদা ভিন্ন অন্যদের) থাবা থেকে মুক্তি দেয় আর পাপ থেকে পরিত্রাণ ও মুক্তি লাভের কারণ হয়। এ পৃথিবীতেই সে এক পবিত্র জীবন লাভ করে এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার সংকীর্ণ ও অন্ধকার কবর থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। এই হাদীস এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন–أَنا الحاشرُ الَّذي يُحشَرُ النَّاسُ علَى قدمي অর্থাৎ আমি মৃতদের সেই পুনরুত্থানকারী যার চরণে মানুষকে পুনরুত্থিত করা হয়।"** (মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮৩, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত) অতএব তিনি আধ্যাত্মিক মৃতদের জীবনদাতা। আর তাঁর অনুসারীরা খোদার প্রেমাস্পদে পরিণত হয়।

অন্যত্র এর ব্যাখ্যায় তিনি (আ.) আরো বলেন, **"মহাসৌভাগ্যের ভাগী হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটিমাত্র পথ খোলা রেখেছেন আর তা হলো, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্য করা, যেমনটি এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন,** قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ **অর্থাৎ এসো! আমার অনুসরণ কর যেন খোদাও তোমাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন। এর অর্থ এটি নয় যে, প্রথাগতভাবে ইবাদত করবে। ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব যদি এটিই হয় তাহলে নামাযই কী আর রোযাই বা কী? নিজে একটি বিষয় থেকে বারণ করবে আবার নিজেই তাতে লিপ্ত হবে।"** (প্রথাগত নামায নয় বরং যথাযথভাবে নামায পড়। আর যথাসময়ে নামায পড়া আবশ্যক। আর এমনভাবে ইবাদত কর যেন তুমি খোদার সামনে দণ্ডায়মান রয়েছ, নতুবা এ সবই প্রথাগত ইবাদত।) তিনি (আ.) বলেন, **"কেবল এরই নাম ইসলাম নয়, ইসলাম হলো কুরবানীর পশুর মত মাথা পেতে দেয়া। যেমনটি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন যে, আমার জীবন, আমার মৃত্যু, আমার নামায এবং আমার সকল ত্যাগ স্বীকার কেবল আল্লাহ্রই জন্য। আর সর্বপ্রথম আমি নিজে আত্মসমর্পণ করছি।"** (মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮৬, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)

অতএব সত্যিকার অনুসারীরা নিজেদের ইবাদতের মানকে উন্নত করে। তাই আমাদের সবার আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মপর্যালোচনা করা প্রয়োজন নতুবা আমাদের অনুসরণের দাবিও অন্তঃসারশূন্য গণ্য হবে।

এরপর মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ একত্ববাদী হওয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"আল্লাহ্ তা'লার উক্তি হলো, হে রসূল! তুমি তাদের বলে দাও যে, তোমরা যদি খোদাকে ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর,"** (এটি আয়াতের অনুবাদ) তিনি (আ.) বলেন, **"তাহলে খোদা তোমাদেরকে তাঁর প্রেমাস্পদের মর্যাদা দিবেন। মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণ ও আনুগত্য মানুষকে খোদার প্রেমাস্পদের মর্যাদায় উন্নীত করে যা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি পূর্ণ একত্ববাদীর দৃষ্টান্ত ছিলেন।"** (মলফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১১৫, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত) অর্থাৎ এর দ্বারা তিনি প্রমাণ করছেন এবং এই দলিল উপস্থাপন করেছেন যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) পূর্ণ একত্ববাদী ছিলেন। তিনি সেই মর্যাদায় আসীন ছিলেন যেখানে অন্য কারো জন্য পৌঁছা সম্ভব নয়। এজন্য ইবাদতের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লা তাঁকেই আদর্শ স্থানীয় বানিয়েছেন যেভাবে তিনি অন্যান্য নৈতিক গুণের ক্ষেত্রেও সর্বোত্তম আদর্শ।

পুনরায় আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, **"মানুষ ততক্ষণ নিজের মাঝে খোদার ভালোবাসা পূর্ণরূপে সৃষ্টি করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনাদর্শ এবং রীতিনীতিকে নিজের পথপ্রদর্শক ও দিশারী হিসেবে অবলম্বন না করবে। কেননা আল্লাহ্ তা'লা নিজে এ সম্পর্কে বলেন,** قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ **অর্থাৎ খোদার প্রেমাস্পদ হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ করা। আর সত্যিকার অনুসরণ হলো, নিজের মাঝে তাঁর উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটানো।"** (মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৭, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)

অতএব একটি হলো ইবাদতের ধরন আর অন্যটি হলো উন্নত চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত হওয়া। সত্যিকার অনুসরণের অর্থই হলো, সেই মহান চারিত্রিক গুণাবলী নিজের মাঝে সৃষ্টি করা যার কথা কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেছেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ অর্থাৎ তাঁর মহান চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে যদি জানতে চাও তাহলে কুরআন পড় আর তিনি (সা.)-ই হলেন কুরআনের তফসীর বা ব্যাখ্যা। কাজেই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আমাদের

কুরআন পড়া উচিত। অন্যদের কিছু বলার পূর্বে আমাদের নিজেদের অবস্থা খতিয়ে দেখা আবশ্যক যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনে আমরা কুরআনকে নিজেদের জীবনবিধান হিসেবে কতটা অবলম্বন করেছি, এটি বয়আতেরও অংশ, আমরা সত্যকে কতটা প্রতিষ্ঠিত করেছি, ন্যায়পরায়ণতাকে কতটা প্রতিষ্ঠিত করছি এবং মানুষের প্রাপ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা কতটা সচেষ্ট।

আরেক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

"স্বীয় যোগ্যতা বলে কেউ খোদার সাথে সাক্ষাতের সামর্থ্য রাখে না, এজন্য একটি মাধ্যম থাকা প্রয়োজন। আর সে মাধ্যম হলো, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)। যে ব্যক্তি তাঁকে এই মাধ্যম হিসেবে অবলম্বন করবে না, সে কখনো সফলকাম হবে না। মানুষ আসলে বান্দা বা দাস। আর দাস বা ভৃত্যের কাজ হলো, প্রভু যে নির্দেশ দেন তা শিরোধার্য করা। অনুরূপভাবে তোমরা যদি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত হতে চাও তাহলে যা আবশ্যক তাহলো তাঁর দাসত্ব বরণ কর। কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ" (সূরা আয্ যুমার: ৫৪) (অর্থাৎ তুমি বলে দাও, হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের প্রাণের ওপর অবিচার করেছ।) তিনি (আ.) বলেন, **"এখানে বান্দা বলতে দাস বা ভৃত্য বুঝানো হয়েছে, মখলুক বা সৃষ্টি নয়। মহানবী (সা.)-এর দাস হতে হলে যা আবশ্যক তাহলো তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ কর, তাঁর কোন নির্দেশের অবাধ্য হবে না, তাঁর সব নিদের্শ মেনে চল। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ রয়েছে যে** قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ। **অর্থাৎ তোমরা যদি খোদাকে ভালোবাসতে চাও তাহলে মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণকারী হয়ে যাও এবং রসূলে করীম (সা.)-এর পথে বিলীন হয়ে যাও, তবেই খোদা তা'লা তোমাদের ভালোবাসবেন।"** (মলফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩২১-৩২২, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)

অতএব চরম পাপীষ্ঠও যদি ইস্তেগফারকারী বা ক্ষমা প্রার্থনাকারী এবং মহানবী (সা.)-এর অনুসরণকারী হয় অর্থাৎ সত্যিকার অর্থেই নিজের জীবনে পরিবর্তন আনতে চায়, তাহলে সে খোদার প্রিয়ভাজন হতে পারে।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, **"খোদাকে সন্তুষ্ট করার এই একটি পথই রয়েছে আর তা হলো, মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার অনুসরণ করা। দেখা যায় যে, মানুষ বিভিন্ন প্রকার কুপ্রথায় লিপ্ত। কেউ মারা গেলে বিভিন্ন প্রকার বিদা'ত এবং আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয় অথচ মৃতের জন্য শুধু দোয়া করা উচিত। বিভিন্ন কুপ্রথা অনুসরণ করলে কেবল রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিরোধিতাই নয় বরং তাঁর অবমাননাও করা হয়।"** (অর্থাৎ নতুন নতুন যেসব আচার-অনুষ্ঠান উদ্ভাবন করা হয়েছে তা কেবল তাঁর নির্দেশের অবাধ্যতাই নয় বরং এক অর্থে তাঁর অবমাননাও। যারা রসূল অবমাননার আইন পাশ করে রেখেছে তারাই এসব বিদা'ত এবং কুপ্রথায় সবচেয়ে বেশি লিপ্ত। আর কীভাবে এই অবমাননা করা হয়?) তিনি (আ.) বলেন, **"... যেন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে যথেষ্ট মনে করা হয় না। যদি যথেষ্টই মনে করা হতো তাহলে নিজেদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কুপ্রথা উদ্ভাবনের কী প্রয়োজন ছিল?"** (মলফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৪০, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)

অতএব, আমাদের বিরুদ্ধে যারা কুফরী ফতোয়া জারি করে, তাদের উচিত নিজেদের হৃদয়কে প্রশ্ন করে দেখা।

তিনি (আ.) আরো বলেন:

"তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর। এই আনুগত্যের ফলে খোদা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। অতএব এই

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পূর্ণ অনুসারী না হবে, সে খোদার কাছ থেকে আশিস ও কল্যাণরাজি লাভ করতে পারে না আর সেই তত্ত্বজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি প্রাপ্ত হয় না, যা তার পাপে কলুষিত জীবন ও কামনা-বাসনার অগ্নিকে শীতল করতে পারে। এমন মানুষই 'উলামাও উম্মাতি'-র অর্থের অন্তর্গত।" (মলফুযাত, ৮ম খন্ড, পৃ: ৯৬-৯৭, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)

প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে যদি শীতল করতে হয় তাহলে মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণ ও তাঁর জীবনাদর্শের অনুকরণ করা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে হলে এবং তাঁর প্রেমাস্পদ হতে হলে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ করা আবশ্যক। পাপে কলুষিত জীবন থেকে মুক্তি পেতে হলে তাঁকে অনুসরণের আবশ্যকতা রয়েছে। যারা এরূপ করে তারা সেই মর্যাদায় উপনীত হয়, যাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, **"আমার উম্মতের আলেমরা বনী ইসরাঈলী নবীদের মত।"** (মোল্লা আলী ক্বারীর আল্ মওযুয়াতুল কুবরা পৃ: ১৫৯, হাদীস: ৬১৪, করাচির আরামবাগের কাদিমী কুতুবখানা থেকে মুদ্রিত)

কিন্তু অধুনা যুগের আলেমরা এর অন্তর্গত নয় বিধায় তারা সেই মর্যাদা পেতে পারে না। কেননা, এরা মহানবী (সা.)-এর প্রবহমান কল্যাণের প্রতি বিশ্বাসই করে না, এরা বুঝেই না যে, এর মাধ্যমে কল্যাণ লাভ হতে পারে।

পুনরায় মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন:

"তাঁর সবচেয়ে বড় মর্যাদা হলো, তিনি খোদার প্রেমাস্পদ ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অন্যদেরকেও এই মর্যাদায় উপনীত হওয়ার পথ বাতলে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ। **অর্থাৎ তাদেরকে বলে দাও! তোমরা যদি খোদার প্রিয়ভাজন হতে চাও তাহলে আমার অনুসরণ কর, ফলে খোদা তোমাদেরকে স্বীয় প্রেমাস্পদের মর্যাদা দিবেন।"** [রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দিয়ে আল্লাহ্ তা'লা এই ঘোষণা করিয়েছেন।] তিনি (আ.) বলেন, "এখন একটু ভেবে দেখ! মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণ খোদার প্রেমাস্পদের মর্যাদা দেয়, আর কী চাই?" (মলফুযাত, ৮ম খন্ড, পৃ: ৬৫, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)

আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন:

"যে ব্যক্তি বলে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ ছাড়াই মুক্তি পাওয়া সম্ভব, সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে কথাটি বুঝিয়েছেন তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ অর্থাৎ হে রসূল মুহাম্মদ, (সা.)! তাদেরকে বলে দাও, তোমরা যদি খোদাকে ভালোবাসার দাবি কর তাহলে এসো আমার অনুসরণ কর, তাহলে খোদার প্রেমাস্পদে পরিণত হবে। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ ছাড়া কোন ব্যক্তিই মুক্তি পেতে পারে না। যারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তাদের পরিণাম কখনো শুভ হবে না।" (মলফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪৩৪-৪৩৫, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)

এটি হলো আমাদের ঈমানের অঙ্গ।

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র পদমর্যাদা নিয়ে এক খ্রিষ্টানের সাথে তাঁর বিতর্ক হচ্ছিল, প্রশ্নোত্তর চলছিল। সেই খ্রিষ্টান হযরত ঈসা (আ.)-এর পবিত্র মর্যাদা সম্পর্কে বলে, হযরত ঈসা (আ.) নিজের সম্পর্কে বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ক্লান্ত, শ্রান্ত ও অবসন্ন তারা আমার কাছে আসো, আমি তোমাদেরকে প্রশান্তি দেব।' আর [ঈসা (আ.) একথাও বলেছেন যে,] **'আমি জ্যোতি এবং আমি পথ আর আমিই জীবন এবং আমিই সত্যপথ'** (অর্থাৎ আমিই জ্যোতি, আমি পথ প্রদর্শক এবং আমিই

জীবনদাতা, আমার কাছে আসো। সেই খ্রিষ্টান প্রশ্ন করে যে,) 'ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা [অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)] কী কোন স্থানে এমন শব্দমালা নিজের জন্য ব্যবহার করেছেন?' হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উত্তরে বলেন, **"কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,** قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ **অর্থাৎ তুমি এদেরকে বলে দাও! তোমরা যদি খোদাকে ভালোবেসে থাক তাহলে আসো! আমার অনুসরণ কর যেন খোদাও তোমাদের ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করেন। আমার অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ খোদার প্রিয়ভাজন হয়, এই প্রতিশ্রুতি ঈসা (আ.)-এর পূর্বের বিভিন্ন উক্তির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। কেননা খোদার প্রিয়ভাজন হওয়ার চেয়ে বড় কোন মর্যাদা মানুষের জন্য হতে পারে না।"** [ঈসা (আ.) বলেছিলেন, আলো পাবে। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে বলেছেন, আপনি ঘোষণা করুন, যে আমার অনুসরণ করবে সে খোদার প্রিয়ভাজন হবে এবং তার পাপও ক্ষমা করা হবে।] তিনি (আ.) বলেন, **"অতএব যার পথ অনুসরণ করা মানুষকে খোদার প্রেমাস্পদে পরিণত করে, তার চেয়ে বেশি অধিকার কার আছে, যে নিজেকে আলো আখ্যা দিবে?"** **(সিরাজ উদ্দিন ঈসায়ী কে চার সওয়ালো কে জওয়াব, রূহানী খাযায়েন, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৭২)**

এটি সেই যুগ ছিল যখন সর্বত্র খ্রিষ্টান পাদ্রীরা খ্রিষ্টধর্মের প্রচার করছিল। ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ মুসলমান খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল। মুসলমান আলেম এবং অন্যান্য নেতাদের মাঝে ইসলামের সুরক্ষা বিধানের যোগ্যতা ছিল না এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা ও মহিমা এমনভাবে তুলে ধরার সামর্থ্যও ছিল না যার মাধ্যমে অমুসলিমদের মুখ বন্ধ হতে পারত। এমন সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই তাদের মোকাবিলা করেছেন। তিনিই সেই ব্যক্তি ছিলেন যাকে আল্লাহ্ তা'লা ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। এছাড়া ভারতের ইতিহাস এ কথার সাক্ষী যে, ইসলামের ওপর খ্রিষ্টান পাদ্রীদের আক্রমণকে খোদার এই পালোয়ান এবং খোদার এই সিংহই যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিহত করেছেন। আর শুধু প্রতিহতই করেন নি বরং তাদেরকে পিছু হটিয়েছেন। আর তখনকার মুসলমানরা যে অকপটে এ কথা স্বীকার করেছে তা-ও ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই। বরং এ যুগে আমাদের বিরোধী আলেমরাও এ কথা স্বীকার করেছে। কয়েক বছর পূর্বে প্রয়াত ড. ইসরার আহমদ সাহেবও এ কথা স্বীকার করেছেন যে, সে যুগে সত্যিকার অর্থে ইসলামের হিফাযত ও সুরক্ষার কাজটি করেছিলেন মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। যাহোক এটি এক বাস্তব সত্য, যেভাবে তিনি (আ.) ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদাকে উন্নীত করেছেন অন্য কোন মুসলমান আলেম সেই তৌফিক লাভ করে নি।

এরপর قُلْ إِن كُنتُمْ আয়াতের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কেও তিনি (আ.) খুব সুন্দর যুক্তি দিয়েছেন। বিশেষত আরবরা এখনো হযরত ঈসা (আ.)-কে আকাশে জীবিত মনে করে আর এটি তাদের খুবই বদ্ধমূল দৃষ্টিভঙ্গী। যাহোক এই যুক্তির মাধ্যমে এটি খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"আমার মতে মু'মিন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে তাঁর (সা.) অনুসরণ করে আর সেই ব্যক্তিই কোন আধ্যাত্মিক মর্যাদায় উপনীত হতে পারে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেছেন, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ **অর্থাৎ তুমি তাদেরকে বলে দাও! তোমরা যদি খোদাকে ভালোবেসে থাক তাহলে আমার অনুসরণ কর, যেন আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রেমাস্পদের মর্যাদা দান করেন। প্রেমের দাবি হলো, প্রেমাস্পদের কর্মের প্রতিও বিশেষ অনুরাগের সম্পর্ক রাখা।"** (অর্থাৎ বিশেষ ভালবাসা ও একটি প্রেমময় সম্পর্ক যেন থাকে) তিনি (আ.) বলেন, **"আর মৃত্যুবরণ করা মহানবী (সা.)-এর সুন্নত"**

(অর্থাৎ তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন) **"তিনি মৃত্যু বরণ করে দেখিয়েছেন। অতএব কে আছে যে জীবিত থাকতে পারে বা জীবিত থাকার বাসনা পোষণ করবে অথবা অন্য কারো জন্য প্রস্তাব করবে যে, সে যেন জীবিত থাকে?"** (যদি কেউ তাঁর প্রকৃত মান্যকারী হয় তাহলে সে জীবিত থাকতে পারে না বা জীবিত থাকার বাসনাও রাখবে না, অধিকন্তু অন্য কারো জীবিত থাকার দৃষ্টিভঙ্গিতেও তার বিশ্বাস করা উচিত নয়।) তিনি (আ.) বলেন, **"ভালোবাসার দাবি হলো, তাঁর আনুগত্যে এমনভাবে বিলীন হওয়া যার ফলে নিজের কামনা-বাসনার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে আর সে যেন চিন্তা করে, আমি কার উম্মত? এমন পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, তিনি এখনো জীবিত সে কীভাবে তাঁকে (সা.) ভালোবাসার এবং তাঁর অনুসরণ করার দাবি করতে পারে? কেননা সে তাঁর (সা.) এর চেয়ে ঈসা (আ.)-কে শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করছে আর তাকে (সা.) মৃত আখ্যা দিচ্ছে অথচ তাকে** [অর্থাৎ ঈসা (আ.) কে] **জীবিত বলে বিশ্বাস করছে।"** **(মলফুযাত, ৮ম খন্ড, পৃঃ ২২৮-২২৯, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)**

একদিকে মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসার এবং তাঁকে অনুসরণ করার দাবি আর অপরদিকে ঈসা (আ.)-কে জীবিত বলে তাকে শ্রেষ্ঠ আখ্যায়িত করা হয়।

অতএব বর্তমানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম ও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর (সম্মানের) সুরক্ষা করেছেন এবং তাঁর মর্যাদা উন্নীত করেছেন। এটিই তাঁর (অর্থাৎ মসীহ মওউদ আ.) প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, যার বিরুদ্ধে আলেমদের আপত্তি সব সময়ই থাকে।

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) চিরঞ্জীব নবী এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন:

"একটু গভীরভাবে ভেবে দেখ! এরা যখন কুরআন ও সুন্নতের বিরুদ্ধে গিয়ে বলে যে, হযরত ঈসা (আ.) জীবিত আকাশে বসে আছেন তখন পাদ্রীরা সমালোচনা করার সুযোগ পায় এবং তড়িঘড়ি বলে দেয় যে, তোমাদের নবী মারা গেছেন আর আল্লাহ্ মাফ করুন তিনি মাটির মানুষ।" (বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে এসব অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছিল, যে কারণে আরব-বিশ্বে চরম অস্থিরতা সৃষ্টি হতে থাকে। অবেশেষে এরা যখন আমাদের যুক্তিপ্রমাণ শুনে, 'হিওয়ার' অনুষ্ঠান শুনে এবং এমটিএ'তে প্রচারিত আরবী অনুষ্ঠানমালা দেখে তখন অনেকেই এটি পছন্দ করে এবং এসব যুক্তিপ্রমাণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু আলেমরা এখনো মানতে নারাজ।) তিনি (আ.) বলেন, (খ্রিষ্টান পাদ্রীরা বলে যে,) **"হযরত ঈসা (আ.) জীবিত এবং তিনি আকাশের মানুষ। আর একই সাথে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অসম্মান করে বলে, তিনি মৃত।"** (এই হলো তাদের কথা। এরা তড়িৎ বলে দেয় যে, তোমাদের নবী মারা গেছেন আর আল্লাহ্ মাফ করুন তিনি মাটির মানুষ। আর এটিই তাদের অপপ্রচার হিসেবে চলে আসছে।) তিনি (আ.) বলেন, **"চিন্তা করে বল, সেই নবী যিনি শ্রেষ্ঠ রসূল ও খাতামুল আম্বিয়া, তাঁর সম্বন্ধে এমন বিশ্বাস পোষণ করে এরা কি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং খাতাম হওয়ার মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করে না? অবশ্যই করে এবং স্বয়ং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অবমাননার অপরাধ করে।"** তিনি (আ.) বলেন, **"আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, পাদ্রীদের দ্বারা এসব লোক ইসলামের যতটা অবমাননা করিয়েছে"** [অর্থাৎ যেসব মুসলমান বিশ্বাস করে, হযরত ঈসা (আ.) জীবিত] **"আর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে মৃত আখ্যায়িত করিয়েছে, এরই শাস্তি স্বরূপ তারা এসব লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের সম্মুখীন হচ্ছে।"** (বর্তমানে মুসলমানদের যে করুণ দশা তার কারণ এটিই) তিনি (আ.) বলেন, **"এক দিকে তারা মুখে বলে যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী।"** [অর্থাৎ মহানবী (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী] **"আর অপরদিকে এ স্বীকারোক্তিও**

দেয় যে, তিনি (সা.) ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং ঈসা (আ.) এখনো জীবিত, মারা যান নি। অথচ মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (অর্থাৎ তোমার প্রতি খোদার অনেক বড় কৃপা রয়েছে।) **"প্রশ্ন হলো, খোদার এই উক্তি কি ভ্রান্ত? না, মোটেই না। এটি শতভাগ যথার্থ এবং সত্য। যারা বলে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) মৃত, তারা মিথ্যাবাদী। এর চেয়ে বড় অবমাননাকর কোন উক্তি আর হতে পারে না। সত্য কথা হলো, মুহাম্মদ (সা.)-এর মাঝে এমন সব শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে যা অন্য কোন নবীর মাঝে নেই। আমি একথা বলা পছন্দ করবো যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবিত থাকার বিষয়টি যে ব্যক্তি বর্ণনা করে না, আমার মতে সে কাফির।"** তিনি (আ.) বলেন, "কত পরিতাপের বিষয়! যে নবীর উম্মত বলে আখ্যায়িত হয় সেই নবীকেই, আল্লাহ্ মাফ করুন, মৃত আখ্যা দেয়, আর সেই নবীকে জীবিত বলা হয় যার উম্মতের অবসান হয়েছে ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ এর মাধ্যমে।" (অর্থাৎ লাঞ্ছনা ও দারিদ্রের কষাঘাতে তাদের জর্জরিত করা হয়েছে) **(মলফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৮-২৯, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)**

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পূর্বের কোন নবীই এখন আর আসতে পারেন না। এমনকি ঈসা (আ.)ও আসতে পারেন না। কেননা তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর জাতির জন্য নবী ছিলেন এবং তিনি ইন্তেকাল করেছেন, আর হযরত মূসার উম্মতের কোন নবী এখন আর আসতে পারে না। এরপর তিনি (আ.) এ কথা বর্ণনা করেন যে, এই কল্যাণরাজি এখন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে এবং তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই জারী হতে পারে এবং হয়েছে কেননা তিনিই অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা.)**ই** জীবন্ত নবী।

অতএব এই যুগে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী হিসেবে পাঠিয়েছেন, যার পদমর্যাদা হলো, মহানবী (সা.)-এর অনুগত নবীর এবং শরীয়ত বিহীন নবীর। অতএব তিনি (আ.) বলেন:

"নিজের কোন যোগ্যতা বলে নয় বরং শুধু খোদার কৃপায় আমি সেই নিয়ামত থেকে পুরো অংশ পেয়েছি যা আমার পূর্বেকার নবী, রসূল এবং খোদার মনোনীতদের দেয়া হয়েছিল। এই নিয়ামত লাভ করা আমার জন্য সম্ভব ছিল না যদি আমি আমার নেতা ও মনিব, নবীদের গর্ব এবং সৃষ্টির সেরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ না করতাম। অতএব আমি যা কিছু পেয়েছি সেই অনুসরণ ও অনুগমনের কল্যাণেই পেয়েছি। আমি আমার প্রকৃত এবং পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে জানি যে, কোন মানুষ সেই নবী (সা.)-এর অনুসরণ ছাড়া খোদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না আর পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান থেকেও অংশ পেতে পারে না। আমি এখানে এ কথাও বলছি যে, সেটি কী, যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পূর্ণ ও খাঁটি অনুসরণের পর হৃদয়ে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়? অতএব স্মরণ রাখা উচিত, তাহলো সুস্থ হৃদয়। অর্থাৎ হৃদয় থেকে জাগতিক ভালোবাসা দূর হয়ে যায় এবং হৃদয় এক অনন্ত ও চিরস্থায়ী আধ্যাত্মিক স্বাদের সন্ধানে থাকে। এরপর সেই সুস্থ হৃদয়ের কারণে এক স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ ঐশী ভালোবাসা লাভ হয়।" (অর্থাৎ পার্থিব ভালোবাসা যখন দূর হয়ে যায় তখন খোদার ভালোবাসা লাভ হয়) **"আর এসব নিয়ামত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্যের কল্যাণে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ হয়। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেছেন,** قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ **অর্থাৎ তাদেরকে বলে দাও! তোমরা যদি খোদাকে ভালোবেসে থাক তাহলে আসো! আমার অনুসরণ কর, যেন খোদাও তোমাদেরকে ভালোবাসেন। বরং একতরফা ভালোবাসার দাবি নিরেট মিথ্যা এবং মুখের বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ যখন সত্যিকার অর্থে খোদাকে ভালোবাসে তখন খোদাও তাকে ভালোবাসেন। আর তখনই**

পৃথিবীতে তার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করা হয়। সহস্র-সহস্র মানুষের হৃদয়ে তার প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা সঞ্চার করা হয় আর তিনি এক আকর্ষণশক্তি প্রাপ্ত হন এবং এক প্রকার জ্যোতি তাকে দেয়া হয়, যা তার চিরসাথী হয়।"

(অতএব এখানেই দেখুন! দূর-দূরান্তের আফ্রিকান দেশসমূহে বসবাসকারী মানুষের ভেতরেও এখন খোদা তা'লা এই ভালোবাসা সঞ্চার করছেন, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করছে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানছে।)

তিনি (আ.) বলেন, **"কোন ব্যক্তি যখন নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে খোদাকে ভালোবাসে এবং সারা পৃথিবীকে বাদ দিয়ে তাঁকে অবলম্বন করে আর গায়রুল্লাহ্‌র (অর্থাৎ আল্লাহ্ ভিন্ন কারো) মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তার হৃদয়ে অবশিষ্ট থাকে না বরং সবাইকে এক মৃত কীটের চেয়েও তুচ্ছ জ্ঞান করে, তখন খোদা তা'লা, যিনি তার হৃদয়ের খবর জানেন, এক মহা বিকাশের সাথে তাতে অবতরণ করেন, আর সূর্যের সামনে রাখা স্বচ্ছ এক আয়নায় যেভাবে সূর্যের প্রতিবিম্ব এমন পূর্ণমাত্রায় পড়ে যাকে রূপকভাবে বলা যেতে পারে যে, সেই সূর্য যা আকাশে বিরাজমান তা এই আয়নাতেও বিদ্যমান, অনুরূপভাবে খোদাও এমন হৃদয়ে অবতরণ করেন এবং তার হৃদয়কে স্বীয় আরশ বানিয়ে নেন। আর এটিই সেই বিষয় যার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"** (হকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২শ খণ্ড, পৃঃ ৬৪-৬৫)

অতএব তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর খাঁটি প্রেমিক এবং তাঁর পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন আর প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী এবং অনুসারী নবীর মর্যাদা দান করেছেন।

তাঁকে মানার পর আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর যথাযোগ্য মূল্যায়ণ করার তৌফিক দান করুন এবং আমাদেরকেও মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ অনুসারীর মর্যাদা দিন। আমাদের প্রত্যেককে নিজ-নিজ সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুসারে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উত্তম আদর্শ অনুসরণ ও তাঁকে অনুকরণের সামর্থ্য দান করুন আর মুসলমানদেরকেও তৌফিক দিন, তারা যেন মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার এই প্রেমিককে চিনতে পারে এবং তাঁকে মানতে পারে।

(সূত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০-১৬ নভেম্বর ২০১৭, খণ্ডঃ ২৪, সংখ্যাঃ ৪৫, পৃ. ৫-৮)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)